বন আইন, ২০১৯ (খসড়া)

১৯২৭ সালের বন আইন (The Forest Act, 1927) এর যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন ।

যেহেতু, বন, বনজদ্রব্য স্থানান্তরকরণ এবং কাঠের ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের উপর শুল্ক আরোপ সম্পর্কিত আইনসমূহ একত্রিকরণ করত ১৯২৭ সালের বন আইন প্রণীত হয় এবং তৎপরবর্তীতে অনেক সংশোধনী আনা হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হালনাগাদ বন আইন বাংলা ভাষায় প্রণীত হওয়া সমীচীন;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত আইন প্রণীত হইলঃ

অধ্যায় ১
প্রারম্ভ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।-** (১) এই আইন বন আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা-** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "বন" অর্থ সরকার সময় সময় যে সকল ভূমি বা এলাকা বন হিসাবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছে, বা সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন জাগিয়া উঠা চর বা অন্যান্য যে কোন ভূমি বা এলাকা বন ব্যবস্থাপনার জন্য বন বিভাগের নিকট হস্তান্তর বা ন্যস্ত করিয়াছে, বা যে ভূমি বন হিসাবে ব্যবস্থাপনার জন্য অধিগ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ এলাকাকে বুঝাইবে;

(২) "গবাদিপশু" অর্থে হাতি, মহিষ, ঘোড়া, ঘোটকী, খচ্চর, গর্ধভ, শুকর, ভেড়া, ভেড়ী, মেষ-শাবক, ছাগল এবং গয়াল অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৩) "বন অফিসার" অর্থ যে কোন ব্যক্তি যাহাকে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অফিসার, এই আইন বা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর যে কোন বা সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে; এবং উক্ত আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধি মোতাবেক বন অফিসার এর কোন কার্য করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করেন;

(৪) "বন অপরাধ" অর্থ এই আইনে বা তদধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী দন্ডনীয় কোন অপরাধ;

(৫) "বনজদ্রব্য" এর অন্তর্ভুক্ত-

(ক) নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ, উহা কোন বনে পাওয়া যাক বা কোন বন হইতে আনা হউক বা না হউক, অর্থাৎঃ-
কাঠ, কাঠ কয়লা, রাবার, খয়ের, কাঠের তেল, রেজিন, প্রাকৃতিক বার্ণিশ,
বাকল, লাক্ষা, মহুয়া ফুল, ফল ও বীজ, কুচ এবং ত্রিফলা, এবং

(খ) নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ, যখন উহা কোন বনে পাওয়া যায় বা কোন বন হইতে আনা হয়, অর্থাৎ -

(i) গাছ এবং পাতা, ফুল এবং ফল, এবং গাছের অন্য সকল অংশ এবং উৎপন্ন দ্রব্য যাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয় নাই;

(ii) গাছ নহে এইরূপ উদ্ভিদ (ঘাস, লতা, নল এবং মসসহ), অথবা এইরূপ উদ্ভিদের সকল উৎপন্ন দ্রব্য এবং অংশ;

(iii) বন্যপ্রাণী এবং উহার চামড়া, হাতির দাঁত, শিং, হাড়, রেশম, রেশমের গুটি, মধু এবং মোম, এবং প্রাণীজাত সকল উৎপন্ন দ্রব্য বা উহার অংশ; এবং

(iv) পিট কয়লা, ভূ-পৃষ্ঠের মাটি, পাথর এবং খনিজদ্রব্য (চুনাপাথর, ল্যাটেরাইট, খনিজ তৈল এবং খনি ও খাদের সকল উৎপন্ন দ্রব্যসহ)

(৬) "মালিক" অর্থে কোর্টের অধীন সম্পত্তির তদারকির নিমিত্ত বা উক্ত কোর্টের ভারপ্রাপ্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডস অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "নদী" অর্থে যে কোন জলস্রোত, খাল, খাঁড়ি বা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম প্রণালী অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৮) "কাঠ" অর্থে পতিত হওয়া বা পতিত করা বৃক্ষ এবং কর্তিত বা উপযোগীকৃত বা কোন উদ্দেশ্যে হউক বা না হউক ফাপাকৃত সকল কাঠ অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(৯) "বৃক্ষ" অর্থে তাল জাতীয় গাছ, বাঁশ, মোথা, ছোট ঝোপ এবং বেত অর্ন্তভূক্ত হইবে।

অধ্যায় ২
সংরক্ষিত বন

৩। **বন সংরক্ষণের ক্ষমতা।-** অতঃপর উল্লিখিতভাবে সরকার তাহার মালিকানাধীন বনভূমি বা পতিত জমি অথবা বনায়নযোগ্য কোন ভূমি অথবা যাহাতে সরকারের মালিকানা স্বত্ব রহিয়াছে বা এইরূপ বনজদ্রব্য যাহাতে সরকারের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অধিকার রহিয়াছে উহা সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে।

৪। **সরকারের প্রজ্ঞাপন।-** (১) সরকার কখনো কোন ভূমি সংরক্ষিত বন ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, সরকারি গেজেটে এইমর্মে নিম্নরূপ প্রজ্ঞাপন জারী করিবেঃ-

(ক) উক্ত ভূমিকে একটি সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে মর্মে ঘোষণা করা হইল;

(খ) উক্ত ভূমির অবস্থান ও সীমানা, সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইল; এবং

(গ) উক্ত ভূমি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত উপায়ে উল্লিখিত বনভূমির সীমানার মধ্যে বা উপরে কোন ব্যক্তির অনুকূলে উক্ত ভূমিতে বা উহার বনজদ্রব্যের উপর উত্থাপিত কোন অধিকারের অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও সীমা নির্ধারণ করিবার এবং তদন্ত করিবার জন্য একজন অফিসার (অতঃপর ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে অভিহিত) নিয়োগ করা হইল।

ব্যাখ্যা-দফা (খ) এর ক্ষেত্রে বনের সীমানা বর্ণনার জন্য রাস্তা, নদী, পাহাড়ের ঢালের উপরিভাগ (ridges) বা অন্য কোন সুপরিচিত অথবা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান সীমানা যথেষ্ট।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন নিয়োগকৃত অফিসার সাধারণতঃ ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ব্যতীত কোন বন বিভাগীয় পদাধিকারী ব্যক্তি হইবেন না।

(৩) এই আইনের অধীন ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে অনধিক তিনজন অফিসার, পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত যাহার অনধিক একজন বন বিভাগীয় পদাধিকারী, এইরূপ যে কোন সংখ্যক অফিসার নিয়োগে এই ধারার কোন কিছুই সরকারকে বাধা প্রদান করিবে না।

৫। **বন-অধিকার অর্জনে বাধা।-** ধারা ৪ এর অধীনে কোন প্রজ্ঞাপন জারী হইবার পর, উক্ত প্রজ্ঞাপনে যে ভূমি রহিয়াছে উহাতে উত্তরাধিকার বা সরকার কর্তৃক লিখিত অনুদান বা চুক্তি ব্যতীত বা প্রজ্ঞাপন জারী হইবার সময়ে উহাতে কোন ব্যক্তির কোন অধিকার বর্তানো থাকিলে উহা ব্যতীত, কেহ কোন অধিকার অর্জন করিতে পারিবে না এবং এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি ব্যতীত উক্ত বনভূমি কৃষি কার্যের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নূতনভাবে পরিষ্কার করা যাইবে না।

৬। **ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক ঘোষণা।-** ধারা (৪) এর অধীন এইরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর পর, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভূক্ত ভূমি সংলগ্ন এলাকার প্রত্যেক গ্রাম এবং শহরে-

(ক) প্রস্তাবিত বনের অবস্থান ও সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া;

(খ) বনটি সংরক্ষিত করা হইলে, উহাতে অতঃপর ব্যবস্থিত, কি ফলাফল হইবে উহা ব্যাখ্যা করিয়া;

(গ) উক্ত ঘোষণার তারিখ হইতে ন্যূনপক্ষে তিন মাস এবং অনধিক ১২ মাস সময় নির্দিষ্ট করিয়া এবং ধারা ৪ অথবা ৫ এর অধীন কেহ কোন দাবী করিয়া থাকিলে উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার সমীপে দাবীসমূহ উল্লেখ করিয়া লিখিত আকারে বা তদ্সমীপে হাজির হইয়া উক্ত অধিকারের প্রকৃতি এবং তদ্বাবদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং বিবরণ (যদি থাকে), দাখিল করিবার সময় নির্ধারণ করিয়া বাংলা ভাষায় একটি ঘোষণা প্রচার করিবে।

৭। **ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক তদন্ত।-** ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ধারা ৬ এর অধীন প্রদত্ত সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সুবিধাজনক কোন স্থানে, উক্ত ধারা মতে সময়মত উত্থাপিত সকল দাবীর এবং ধারা ৬ এর অধীন উত্থাপিত হয় নাই এইরূপ ধারা ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত অধিকারসমূহ যাহা সরকারি নথিপত্র হইতে নিরূপণ করা যায় এবং উহা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এইরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তদন্ত করিবেন।

৮। **ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের ক্ষমতা।-** এইরূপ তদন্তের উদ্দেশ্যে, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, যথাঃ-

(ক) তিনি নিজে বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কোন ভূমিতে জরীপ, সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং মানচিত্র তৈরীর নিমিত্তে ভূমিতে প্রবেশের ক্ষমতা; এবং

(খ) মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা।

৯। **অধিকার বিলোপ।-** ধারা ২০ এর প্রজ্ঞাপন জারী হইবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবী পেশ করিতে না পারার যথেষ্ট কারণ ছিল এইমর্মে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন, তাহা হইলে ধারা ৬ মোতাবেক যে দাবী পেশ করা হয় নাই এবং যে অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারা ৭ মোতাবেক তদন্তে ধারণা অর্জন করা যায় নাই, এইরূপ সকল অধিকারের বিলোপ ঘটিবে।

১০। **জুম চাষ প্রথা সম্পর্কিত দাবীর ব্যবস্থাপনা।-** (১) ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার জুম চাষ প্রথা সম্পর্কিত কোন দাবীর ক্ষেত্রে, উক্ত দাবী সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ এবং যদি কোন স্থানীয় বিধি বা আদেশ দ্বারা উক্ত চাষ অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত থাকে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত প্রথা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করা যায় কিনা মর্মে নিম্নোক্ত মতামতসহ বিবরণ অনধিক ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) বিবরণ এবং মতামত প্রাপ্তির পর সরকার উক্ত প্রথা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত প্রথা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অনুমোদন করা হইলে, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার উহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করণার্থে,-

(ক) দাবিদারের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যুক্তিসংগতভাবে সুবিধাজনক এলাকায় উপযোগী এবং পর্যাপ্ত আকারের ভূমি বাদ দিয়া সেটেলমেন্টের ভূমির সীমানা পরিবর্তন করিতে পারিবেন, বা

(খ) সেটেলমেন্ট ভূমির নির্দিষ্ট কোন অংশ পৃথকভাবে সীমানা চিহ্নিত করিয়া উহাতে দাবিদারগণকে, নির্ধারিত শর্তে, জুম চাষ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গৃহীত সকল ব্যবস্থা সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে হইবে।

(৫) জুমচাষ সর্বক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, বাধা-নিষেধ এবং বিলোপ সাপেক্ষে, একটি সুবিধা বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। **দাবিকৃত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা।-** (১) ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কোন ভূমিতে বা উহার উপর চলাচলের অধিকার, বা পশুচারণের অধিকার, বা বনজদ্রব্য বা পানি প্রবাহের অধিকার ব্যতীত অন্য কোন অধিকার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মঞ্জুর বা বাতিল করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি এইরূপ অধিকার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার,

(অ) প্রস্তাবিত বনের সীমানা হইতে ভূমি বাদ দিবেন; বা

(আ) উহার মালিকের অধিকার সমর্পণের জন্য মালিকের সহিত চুক্তি করিবেন; বা

(ই) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৭নং আইন) অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নিবেন।

(৩) এইরূপ ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে-

(ক) ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১নং আইন) এর অধীন একজন কালেক্টর বলিয়া গণ্য হইবেন;

(খ) দাবিদার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের ধারা ৭ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশবলে উপস্থিত হইবে;

(গ) উক্ত আইনের পূর্ববর্তী ধারাসমূহের বিধানাবলী প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) কালেক্টর দাবিদারের সম্মতিক্রমে, অথবা আদালত, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, ক্ষতিপূরণ হিসাবে স্থাবর সম্পত্তি বা স্থাবর সম্পত্তির অংশবিশেষ এবং আংশিক অর্থ বা সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। **পশুচারণের বা বনজদ্রব্যের অধিকার দাবীর প্রেক্ষিতে আদেশ।-** পশুচারণের বা বনজদ্রব্যের অধিকারের দাবীর ক্ষেত্রে, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার উক্ত দাবী সম্পূর্ণ বা আংশিক মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করিয়া আদেশ জারী করিবেন।

১৩। **ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক নথি লিপিবদ্ধকরণ।-** ধারা ১২ এর অধীন আদেশ প্রদানকালে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার যতদূর সম্ভব নথিতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবেন-

(ক) অধিকার দাবীকারীর নাম, পিতার নাম, বর্ণ, বাসস্থান ও পেশা; এবং

(খ) দাবীকৃত অধিকার প্রয়োগের সকল মাঠ বা মাঠপুঞ্জের (যদি থাকে) নাম, অবস্থান ও আয়তন এবং সকল ইমারতের (যদি থাকে) নাম ও অবস্থান।

১৪। **দাবী স্বীকারের নথি।-** যদি ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ধারা ১২ এর অধীন কোন দাবী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মানিয়া নেন, তাহা হইলে তিনি গবাদি পশুর সংখ্যা ও বর্ণনা উল্লেখ করিবেন, যাহা দাবীদার যে সময়ের জন্য পশুচারণের অনুমতি প্রাপ্ত, কাঠের পরিমাণ এবং অন্যান্য বনজদ্রব্য যাহা তিনি ঐ সময়ে গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং এইরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবেন। তিনি অবশ্যই এইরূপ দাবীকৃত কাঠ ও বনজদ্রব্য বিক্রয় বা আকার পরিবর্তন করিবেন কিনা, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৫। **স্বীকৃত অধিকার প্রয়োগ।-** (১) এইরূপ লিপিবদ্ধকরণের পর ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, তাহার সাধ্যমত, এবং যে সংরক্ষিত বন সম্পর্কে দাবী করা হইয়াছে, উক্ত বনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় বিবেচনা করিয়া, এইরূপ স্বীকৃত অধিকার যাহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) এতদুদ্দেশ্যে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার-

(ক) উক্ত দাবীদারের উদ্দেশ্য পূরণার্থে সংগতভাবে সুবিধাজনক অন্য কোন এলাকায় পর্যাপ্ত বনাঞ্চলে দাবীদারের চারণের বা বনজদ্রব্যের অধিকার (ক্ষেত্রমত) যতখানি স্বীকার করিয়া নিয়াছেন দাবীদারগণকে উক্ত অধিকার অর্পণ করিয়া আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন; অথবা

(খ) দাবীদারগণের উদ্দেশ্য পূরণার্থে সংগতভাবে সুবিধাজনক পর্যাপ্ত বনাঞ্চল বাদ দিয়া প্রস্তাবিত বনের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারিবেন; অথবা

(গ) যে যে সময়ে প্রস্তাবিত বনের যে পরিমাণ অংশে এবং চারণের বা বনজদ্রব্য ভোগের (ক্ষেত্রমত) অধিকার স্বীকার করিয়া নিয়াছেন, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির অধীনে উহা ভোগের অধিকার দাবীদারগণকে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করিয়া আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬। **অধিকার পরিবর্তন।-** ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার যদি সংরক্ষিত বনটি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় বিবেচনা করিয়া স্বীকৃত অধিকার দাবীদারগণকে ধারা ১৫ মোতাবেক অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করিবার বন্দোবস্তের আদেশ প্রদান করা সম্ভব নহে বলিয়া মনে করেন, তিনি এতদুদ্দেশ্যে সরকারের বিধি প্রণয়ন সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তিগণকে উহার পরিবর্তে অর্থ প্রদান অথবা ভূমি অনুদান মঞ্জুর অথবা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলে, অন্য যে কোন প্রকারে, উক্ত অধিকার পরিবর্তন করিবেন।

১৭। **দাবী নিষ্পত্তির সময়সীমা।-** (১) ধারা ৬ মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ১২ মাসের মধ্যে, বা ধারা ৯ কার্যকর হইবার ১২ মাসের মধ্যে, যেইটি পরে হয়, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নিম্নোক্ত যে কোন একটি কার্য সম্পন্ন করিবেন:-

(i) ধারা ৬ এবং ধারা ৯ এর সকল দাবী নিষ্পত্তি করিবেন; বা

(ii) উপ-ধারা ২ এর অধীন উক্ত ১২ (বার) মাসের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের আবেদন পাওয়ার পর, জেলা কালেক্টর উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়সীমার মেয়াদ এককভাবে ২ (দুই) মাস বৃদ্ধি করিয়া সময়সীমা ১৪ (চৌদ্দ) মাস মঞ্জুর করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ সময়সীমা যথার্থ না হইবার আশংকা থাকিলে, কমিশনার অতিরিক্ত ৪ (চার) মাসের সময় বৃদ্ধি করিতে পারেন।

১৮। **ধারা ১১, ১২, ১৫ অথবা ১৬ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।-** এই আইনের অধীনে দাবী পেশকারী কোন ব্যক্তি বা কোন বন অফিসার অথবা সার্বিকভাবে বা বিশেষভাবে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, উক্ত দাবীর প্রেক্ষিতে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক ধারা ১১, ১২, ১৫ অথবা ১৬ মোতাবেক কোন আদেশের বিরুদ্ধে, এইরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন।

১৯। **ধারা ১৮ এর আপীল।-**

(১) (ক) ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আপীল শুনানীর জন্য বর্তমানে বলবৎ নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিভাগীয় কমিশনার আপীল শুনানী করিবেন এবং ধারা ১৮ এর আপীল উত্থাপনের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(খ) দফা (ক)-তে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা না গেলে, বিভাগীয় কমিশনার মামলাসমূহের বিবরণ সরকারকে অবহিত করিবেন, অতঃপর সরকার তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সময় বৃদ্ধি করিতে পারে।

(২) আপীলে বিভাগীয় কমিশনারের প্রদত্ত আদেশ, কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক রিভিশন সাপেক্ষে, চূড়ান্ত হইবে।

২০। **আইনজীবী।-** সরকার বা যে কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন দাবী পেশ করিয়াছেন তিনি এই আইনের আওতায় কোন তদন্ত বা আপীল অনুষ্ঠানে ইহার বা তাহার পক্ষে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, বা বিভাগীয় কমিশনার সমীপে উপস্থিত হইবার, ওকালতি করিবার বা কার্য সম্পাদন করিবার জন্য, কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন।

২১। **সংরক্ষিত বন ঘোষণার প্রজ্ঞাপন।-** (১) যখন নিম্নলিখিত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়, যথা-

(ক) ধারা ৬ এর অধীন দাবী পেশ করিবার জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং উক্ত ধারাধীন বা ধারা ৯ এর অধীন সকল দাবী, যদি থাকে, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়াছে;

(খ) কোন দাবী পেশ হইয়া থাকিলে, উক্ত দাবীর বিষয়ে আদেশের পর হইতে ধারা ৭ অনুযায়ী উপস্থিত হইবার জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে এবং সময়মত পেশকৃত সকল আপীল, যদি থাকে, বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে;

(গ) ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ধারা ১১ এর অধীন সকল ভূমি (যদি থাকে) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১ নম্বর আইন) অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিবার প্রস্তাবে সংরক্ষিত বনের অন্তর্ভূক্ত করিবার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ সকল ভূমি উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীন সরকারের উপর বর্তাইবে, সরকার, যে বন সংরক্ষিত করা হইবে, তাহার সীমানা চিহ্নিত খুঁটি অনুসারে বা অন্যান্য সুনির্দিষ্ট প্রকারে যে বন সংরক্ষিত করা হইবে তাহার সীমানা উল্লেখপূর্বক এবং যে তারিখ হইতে সংরক্ষিত হইবে সেই তারিখ ঘোষণা করিয়া সরকারী গেজেটে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করিবেন।

(২) এইরূপ নির্দিষ্ট দিন হইতে বনটি একটি সংরক্ষিত বন হিসাবে গণ্য হইবে।

২২। **এইরূপ প্রজ্ঞাপন বন সংলগ্ন এলাকায় প্রচার।-** এইরূপ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারিখ নির্ধারণের পূর্বে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার বন সংলগ্ন প্রত্যেক শহরে এবং গ্রামে উহা বহুল প্রচার করিবেন।

২৩। **ধারা ১৫ অথবা ১৯ এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থা পুনরীক্ষণের ক্ষমতা।-** সরকার ধারা ২১ এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে, ধারা ১৫ অথবা ১৯ এর অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থার পুনরীক্ষণ করিতে পারিবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ধারা ১৫ বা ১৯ এর অধীন কোন আদেশ প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিতে পারে এবং ধারা ১৫ এ নির্দিষ্টকৃত কোন কার্যক্রমের পরিবর্তে অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে অথবা ধারা ১২ মোতাবেক কোন স্বীকৃত অধিকার ধারা ১৬ এর অধীন পরিবর্তন করিতে পারিবে।

২৪। **এই ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা ব্যতীত সংরক্ষিত বনে কোন অধিকার অর্জন করা যাইবে না।-** সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন অনুদান বা উত্তরাধিকার বা সরকার কর্তৃক বা সরকার পক্ষে লিখিত কোন চুক্তি ব্যতিরেকে বা ধারা ২১ মতে প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার সময় উহাতে কোন ব্যক্তির বরাবরে কোন অধিকার বর্তানো থাকিলে, উহা ব্যতীত সংরক্ষিত বনে অথবা তাহার উপরে কেহ কোনরূপ অধিকার অর্জন করিতে পারিবে না।

২৫। **অনুমোদন ব্যতীত অধিকার হস্তান্তর করা যাইবে না।-** (১) ধারা ২৪ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কেহ ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর অধীন কোন অধিকার ভোগরত থাকিলে, উহা সরকারের অনুমোদন ব্যতীত, অনুদান, বিক্রয়, বন্দোবস্ত, বন্ধক বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন এইরূপ কোন অধিকারে কোন ভূমি বা বাড়ী সম্পৃক্ত থাকে, উক্ত ভূমি বা বাড়ীসহ উক্ত অধিকারে বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

(২) এইরূপ অধিকারবলে অর্জিত কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য ধারা ১৪ এর আদেশের মঞ্জুরীকৃত পরিমাণের অতিরিক্ত বিক্রয় বা বিনিময় করা যাইবে না।

২৬। **সংরক্ষিত বনে পথ এবং জলপ্রণালী বন্ধ করিবার ক্ষমতা।-** বন অফিসার, সরকার অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে সংরক্ষিত বনের কোন সরকারী বা বেসরকারী পথ অথবা জলপ্রণালী বন্ধ করিতে পারিবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, বন্ধকৃত পথের বা জলপ্রণালীর সরকারের বিবেচনায় সংগতভাবে সুবিধাজনক বিকল্প পথ বা জলপ্রণালী থাকিতে হইবে, অথবা ইহার পরিবর্তে বন অফিসার কর্তৃক প্রদান বা নির্মাণ করিতে হইবে।

২৭। **এইরূপ বনে যে সকল কার্য নিষিদ্ধ।-** (১) কোন সংরক্ষিত অথবা ৪ ও ৬ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞাপিত বনে যে কোন ব্যক্তি, যিনি-

(ক) বন অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত কাল ব্যতীত অন্য সময়ে অগ্নি প্রজ্জলিত করেন, রাখেন বা বহন করেন;

(খ) অনধিকার প্রবেশ করেন বা গবাদি পশু চরান অথবা গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশের অনুমতি দেন;

(গ) কোন বৃক্ষ পাতিত করার বা কোন কাঠ কর্তন বা টানার সময় অবহেলাবশতঃ কোন ক্ষতিসাধন করেন;

(ঘ) খাদ হইতে পাথর খোড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো বা কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজদ্রব্য সংগ্রহ করেন বা শিল্পজদ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত করেন, বা অপসারণ করেন বা যিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন অফিসারের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বনে প্রবেশ করেন; তাহাকে অনধিক এক বৎসরের কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে, অধিকন্তু দন্ড প্রদানকারী আদালত বনের ক্ষতিসাধন করিবার জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে নির্দেশ দিবেন।

(২) যে কোন ব্যক্তি যিনি-

(ক) ধারা ৫ এর অধীন নিষিদ্ধকৃত বন নূতনভাবে পরিষ্কার করেন; অথবা

(খ) কোন সংরক্ষিত অথবা ৪ ও ৬ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞাপিত বন হইতে কাঠ অপসারণ করেন; অথবা

(গ) কোন সংরক্ষিত অথবা ৪ ও ৬ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞাপিত বনে অগ্নি সংযোগ করেন, অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন অগ্নি প্রজ্জলিত করেন অথবা এইরূপ বন বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ কোন অগ্নি প্রজ্জ^লিত রাখিয়া যান;

অথবা যিনি, কোন সংরক্ষিত অথবা ৪ ও ৬ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞাপিত বনে-

(ঘ) কোন বৃক্ষ পাতিত করেন, রিং আকারে বাকল তোলেন, ডালপালা কাটেন, বাকল চাঁচিয়া রস সংগ্রহ করেন বা কোন বৃক্ষ পোড়ান অথবা বাকল তোলেন অথবা পাতা ছিঁড়েন, অথবা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করেন;

(ঙ) চাষাবাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ভূমি পরিষ্কার করেন বা ভাঙ্গোন বা কোন ভূমি অন্য কোন প্রকারে চাষাবাদ করেন বা চাষাবাদের উদ্যোগ নেন;

(চ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করিয়া শিকার করেন, গুলি করেন, মাছ ধরেন, পানি বিষাক্ত করেন অথবা ফাঁদ বা ফাঁস পাতেন; অথবা

(ছ) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত কাঠ চিড়ানোর গর্ত বা করাতের আসন তৈরী করেন অথবা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তর করেন;

তাঁহার, বনের ক্ষতি সাধন করিবার জন্য দন্ড প্রদানকারী আদালত তাহাকে যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদানের অতিরিক্ত অন্যূন দুই বৎসর ও অনধিক দশ বৎসর কারাদন্ড এবং অন্যূন বিশ হাজার টাকা ও অনধিক দুই লক্ষ টাকা জরিমানা হইবে।

(৩) এই ধারায় নিম্নলিখিত কার্যাদি নিষিদ্ধ নহে-

(ক) বন অফিসারের লিখিত অনুমোদনক্রমে বা সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধির অধীনে সম্পাদিত কোন কার্য, অথবা

(খ) ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর দফা (গ) এর অধীন যে অধিকার অব্যাহত রহিয়াছে বা ধারা ২৪ এর অধীন সরকার কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত মঞ্জুরী বা চুক্তিবলে সৃষ্ট কোন অধিকার প্রয়োগ।

(৪) কোন সংরক্ষিত অথবা ৪ ও ৬ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞাপিত বনে ইচ্ছাকৃতভাবে বা চরম অবহেলাবশত অগ্নিকান্ড সংঘটিত হইলে, সরকার (এই ধারায় কোন দন্ড প্রদত্ত হইলে, উক্ত বনে বা উহার কোন অংশে গোচারণের বা বনজদ্রব্য সংগ্রহের অধিকার প্রয়োগ যথোপযুক্ত সময়ের জন্য বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারেন ।

২৮। **বন আর সংরক্ষিত নহে মর্মে ঘোষণার ক্ষমতা।-** (১) সরকার সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট তারিখ হইতে এই আইনের অধীন সংরক্ষিত কোন বন বা উহার কোন অংশ আর সংরক্ষিত রহিল না মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

(২) এইরূপ নির্দিষ্ট তারিখ হইতে অনুরূপ বন বা উহার অংশ সংরক্ষিত থাকিবে না; কিন্তু সংরক্ষণের ফলে উহাতে যে অধিকার (যদি থাকে) বিলোপ ঘটিয়াছে, সংরক্ষিত না থাকিবার কারণে উক্ত অধিকার পুনরুজ্জীবিত হইবে না ।

অধ্যায় ৩
গ্রামীণ ও সামাজিক বন

২৯। **গ্রামীণ বন গঠন।-** (১) সরকার কোন গঠিত সংরক্ষিত বনে বা উহার উপর সরকারের অধিকার কোন গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করিতে পারে এবং এইরূপ অর্পণ বাতিল করিতে পারে। এইরূপ অর্পিত সকল বনকে গ্রামীণ বন বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।

(২) সরকার গ্রামীণ বনের ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণার্থে যে সম্প্রদায়কে অধিকার অর্পণ করা হইয়াছে তাহাদের কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের বা চারণের অধিকারের শর্ত, এবং এইরূপ বন সংরক্ষণে ও উন্নয়নে তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারে।

(৩) সংরক্ষিত বন সম্পর্কিত এই আইনের সকল বিধান (এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যহীন না হইলে) গ্রামীণ বনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩০। **সামাজিক বনায়ন।-** (১) যে কোন ভূমি যাহা সরকারি সম্পত্তি বা যাহার উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রহিয়াছে, এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনায়ন, সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য মালিক কর্তৃক স্বেচ্ছায় লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সরকারকে অর্পণ করা হইয়াছে, এইরূপ যে কোন প্রকার ভূমিতে সরকার উপ-ধারা (২) এর অধীন সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) একটি সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সরকার সামাজিক বনায়নের জন্য এইরূপ ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণকে এক বা একাধিক লিখিত চুক্তি দ্বারা বনজদ্রব্যের অধিকার বা ভূমি ব্যবহারের অধিকার অর্পণ করে।

(৩) আইনের অন্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারি মালিকানাধীন ভূমি সংশ্লিষ্ট চুক্তি স্থানীয় খতিয়ানে নিবন্ধন করিবার প্রয়োজন নাই; এবং এইরূপ অনিবন্ধনকৃত চুক্তিও কোন পক্ষ সরকার কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তিকে অধিকার অর্পণের কারণে বঞ্চিত হইবে না।

(৪) সামাজিক বনায়ন চুক্তি এবং কর্মসূচির নমুনা বিন্যাস করিবার জন্য সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে, এবং এইরূপ নমুনায় ন্যূনপক্ষে-

(ক) চুক্তিতে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর জন্য সম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত বা উল্লেখ করিয়া থাকে;

(খ) শ্রম বিনিয়োগের বিনিময়ে অংশগ্রহণকারীদের আয়ের ন্যায়সংগত ভাগের নিশ্চয়তা বিধান করে;

(গ) কাষ্ঠ আহরণের অভিপ্রায় চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ প্রত্যাশিত প্রধান ফসলকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঘ) চুক্তির অন্তর্ভুক্ত লাভ এবং দায়-দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবং যেইক্ষেত্রে কোন অংশগ্রহণকারী মৃত্যুবরণ করে সেইক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তর অনুমোদন করে;

(ঙ) কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও বিলুপ্তি অনুমোদন করে, এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিকে চুক্তি ভঙ্গের কারণে অংশগ্রহণকারীদের জরিমানা ধার্যের ক্ষমতা অর্পণ করে; এবং

(চ) ব্যক্তিবর্গকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিবার অনুমোদন করে।

(৫) অন্যান্য চাহিদা বিন্যাসের জন্য বা চুক্তির নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে, যাহা-

(ক) অংশগ্রহণকারীদের বন অফিসারগণকে সহায়তা করিবার দায়িত্বসমূহ; এবং

(খ) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে।

(৬) এই ধারায় প্রণীত বিধিমালা বিভিন্ন শ্রেণির সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী চিহ্নিত করিতে পারে, এবং সরকার বিভিন্ন শ্রেণির কর্মসূচীর জন্য বিভিন্ন বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে।

(৭) সরকার সামাজিক বনায়ন চুক্তির নীতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী এবং ফরম প্রকাশ করিতে পারে।

৩১। **সামাজিক বনায়নের উপর অন্যান্য আইনের বিধানের প্রভাব।-** (১) ধারা ২৭ ও ৩৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ৩০ এর অধীন সামাজিক বনায়ন চুক্তি দ্বারা মঞ্জুরকৃত যে কোন অধিকার প্রয়োগ বন অফিসারের লিখিত অনুমতিক্রমে করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(২) ধারা ৩০ এর অধীন স্বেচ্ছায় লিখিত চুক্তি ব্যতীত ধারা ৮৬ এর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি না এইরূপ চুক্তি স্বয়ং সরকারকে ধারা ৮৬ এর সকল অথবা আংশিক পালনে আহবান জানায়।

(৩) ধারা ৩০ এর অধীন সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে ধারা ৮৮ প্রযোজ্য হইবে না।

অধ্যায় ৪
রক্ষিত বন

৩২। **রক্ষিত বন।-** (১) সংরক্ষিত বনের অন্তর্ভুক্ত নহে অথচ সরকারি সম্পত্তি, অথবা যে সম্পত্তির উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রহিয়াছে, বা যাহার সমগ্র বা আংশিক বনজদ্রব্যের উপর সরকারের স্বত্বাধিকার রহিয়াছে এইরূপ বনভূমির বা পতিত জমির ক্ষেত্রে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, এই অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

(২) এইরূপ কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা গঠিত বনভূমি বা পতিত জমিকে রক্ষিত বন বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।

(৩) প্রস্তাবিত ভূমিতে বা পতিত জমিতে বা চরভূমিতে তদন্ত এবং জরিপ বা সেটেলমেন্ট রেকর্ড অথবা সরকারের বিবেচনায় এইরূপ অন্য কোন প্রকারে পর্যাপ্তভাবে সরকার ও বেসরকারি ব্যক্তির অধিকারের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি নির্ণয় না করিয়া এইরূপ কোন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না। বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে এইরূপ প্রত্যেক রেকর্ড সঠিক বলিয়া অনুমান করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল বনভূমি বা পতিত জমি বা চরভূমির ক্ষেত্রে সরকার এইরূপ তদন্ত বা রেকর্ড করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, কিন্তু তাহাতে এমন দীর্ঘ সময় লাগিতে পারে যাহাতে ইতিমধ্যে সরকারের স্বত্বাধিকার বিপন্ন হইতে পারে, সেইক্ষেত্রে সরকার এইরূপ তদন্ত বা রেকর্ড হওয়া সাপেক্ষে, এইরূপ ভূমি রক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু উহাতে ব্যক্তিবর্গের বা সম্প্রদায়সমূহের বর্তমান অধিকার ক্ষুন্ন বা প্রভাবিত করিবে না।

৩৩। **বৃক্ষ, ইত্যাদি সংরক্ষিত করিয়া প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা।-** সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখ হইতে কোন রক্ষিত বনে বৃক্ষ বা বৃক্ষ শ্রেণি সংরক্ষিত হইল মর্মে ঘোষণা করিতে পারে।

(খ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এইরূপ বনের অংশবিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিতে পারে, যাহা অনূর্ধ্ব ত্রিশ বৎসর হইবে। সরকার যথোপযুক্ত মনে করিলে এইরূপ সময়ে এইরূপ বনের কোন অংশে বেসরকারী ব্যক্তির অধিকার, যদি থাকে, সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বনের বন্ধ অংশে সাময়িকভাবে স্থগিত অধিকার সংগতভাবে প্রয়োগের জন্য বনের বাকী অংশ যুক্তিযুক্তভাবে সুবিধাজনক অঞ্চলে, পর্যাপ্ত আকারের হইতে হইবে।

(গ) উপরিল্লিখিত প্রকারে নির্দিষ্ট তারিখ হইতে উক্ত বনের ভূমিতে পাথর খোঁড়া অথবা চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো, কোন বনজদ্রব্য সংগ্রহ করা, অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অথবা উহা অপসারণ করা, অথবা চাষাবাদের বা গৃহাদি নির্মাণের জন্য বন ভাঙ্গা বা পরিষ্কার করা, বা ব্যবহার করা বা গবাদি পশু চরানো, অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কিছু করা, নিষিদ্ধ করিতে পারে।

৩৪। **সংলগ্ন এলাকায় এইরূপ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ।-** কালেক্টর, ধারা ৩৩ এর অধীন প্রত্যেকটি প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভূক্ত বনের সংলগ্ন এলাকার প্রত্যেক শহরের এবং গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে সাঁটাইয়া দিবেন।

৩৫। **রক্ষিত বনের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** সরকার নিম্নলিখিত বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারে, যথাঃ-

(ক) রক্ষিত বন হইতে বৃক্ষ এবং কাঠ কর্তন, চিরাই, রূপান্তর এবং অপসারণ করা এবং বনজদ্রব্য সংগ্রহকরণ, শিল্পজাতকরণ এবং অপসারণ;

(খ) রক্ষিত বনের নিকটবর্তী গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদিগকে তাহাদের নিজ ব্যবহারের জন্য বৃক্ষ, কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য নেওয়ার জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং উক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উক্ত লাইসেন্স প্রদর্শন ও ফেরত প্রদান;

(গ) এইরূপ বন হইতে ব্যবসা নিমিত্ত বৃক্ষ বা কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য কর্তন ও অপসারণের জন্য ব্যক্তিবর্গকে লাইসেন্স প্রদান এবং উক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উক্ত লাইসেন্স প্রদর্শন ও ফেরত প্রদান;

(ঘ) দফা (খ) এবং (গ) এর উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বৃক্ষ কর্তন বা উক্ত কাঠ অথবা বনজদ্রব্য সংগ্রহ বা অপসারণের জন্য অনুমতি গ্রহণার্থে অর্থ, যদি থাকে, পরিশোধ;

(ঙ) এইরূপ বৃক্ষাদি, কাঠ এবং দ্রব্যের জন্য অন্য কোন প্রকার অর্থ, যদি থাকে, তাহাদের দ্বারা পরিশোধ করিবার জন্য বা উহা কোন স্থানে পরিশোধ করিতে হইবে;

(চ) এইরূপ বন হইতে বাহির হইতেছে এইরূপ বনজদ্রব্য পরীক্ষা করা;

(ছ) এইরূপ বনের ভূমি চাষাবাদ বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা ও পরিষ্কার করা;

(জ) এইরূপ বনে অবস্থিত কাঠ বা ধারা ৩৩ এর অধীন সংরক্ষিত বৃক্ষ অগ্নি হইতে রক্ষা করা;

(ঝ) এইরূপ বনে ঘাস কাটা এবং গবাদি পশু চারণ;

(ঞ) এইরূপ বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, জল বিষাক্ত করা এবং ফাঁদ ও ফাঁস পাতা, এবং হাতী সংরক্ষণ আইন, ১৮৭৯ (১৮৭৯ এর ৬ নম্বর আইন) বলবৎ নহে, বনের এইরূপ অঞ্চলে হাতী মারা বা ধরা;

(ট) কোন বনের অংশ ধারা ৩৩ এর অধীন বন্ধ থাকিলে উহার রক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; এবং

(ঠ) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত অধিকার প্রয়োগ।

৩৬। **ধারা ৩০ বা ধারা ৩৩ এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা ধারা ৩৫ এ প্রণীত বিধি লঙ্ঘনের দন্ড।-** (১) যে ব্যক্তি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করেন, যথাঃ-

(ক) ধারা ৩৫ এর অধীন নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া পাথর খোঁড়েন, অথবা চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ান, অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোন বনজদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সাপেক্ষে সংগ্রহ করেন অথবা অপসারণ করেন;

(খ) তৎকর্তৃক প্রজ্জ্বলিত কোন অগ্নি, রক্ষিত বনের নিকট রাখিয়া যান;

(গ) কোন বৃক্ষ পাতিত করিতে বা কোন কাঠ কর্তন করিতে বা টানিতে অবহেলা বশতঃ কোন ক্ষতি করেন বা কোন ভূমি অন্য কোন ভাবে চাষাবাদ করেন বা করিবার উদ্যোগ নেন;

(ঘ) গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশ করান অথবা চারণ করান, অথবা গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন অফিসারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ কোন রক্ষিত বনে প্রবেশ করেন;

(চ) ধারা ৩৫ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি ভঙ্গ করেন;

(ছ) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত অপরাধ বা ক্ষতি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে;

তিনি অনধিক ছয় মাস মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানেও দায়ী থাকিবেন, তদুপরি দন্ড প্রদানকারী আদালত বনের ক্ষতি সাধন করিবার জন্য যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন এইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি নিম্নের যে কোন একটি অপরাধ করেন, যথাঃ-

(ক) কোন রক্ষিত বনে অগ্নি সংযোগ করেন, অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, অথবা এইরূপ বন বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ কোন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া যান;

(খ) ধারা ৩৩ এর অধীন রক্ষিত কোন বৃক্ষ পাতিত করেন, রিং আকারে বাকল তোলেন, ডালপালা কাটেন, বাকল চাঁচিয়া রস সংগ্রহ করেন, অথবা বাকল তোলেন অথবা পাতা ছিঁড়েন, অথবা অন্য কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতি সাধন করেন;

(গ) ধারা ৩৩ এর অধীন চাষাবাদের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে রক্ষিত বনে কোন ভূমি পরিষ্কার করেন বা ভাঙ্গেন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি লঙ্ঘন করিয়া শিকার করেন, গুলি করেন, ফাঁদ বা ফাঁস পাতেন অথবা কোন বন্য প্রাণি এবং পাখি, মাছ ধরেন বা বধ করেন অথবা পানি বিষাক্ত করেন;

(ঙ) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত রক্ষিত বনে কাঠ চিড়ানোর গর্ত করেন অথবা করাতের আসন তৈয়ারী করেন অথবা বৃক্ষকে কাঠে রূপান্তরিত করেন;

(চ) রক্ষিত বন হইতে কোন কাঠ অপসারণ করেন;

তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাস মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা এবং অন্যূন দশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানেও দায়ী হইবেন, তদুপরি দন্ড প্রদানকারী আদালত বনের ক্ষতি সাধন করিবার জন্য যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(৩) যখন কোন রক্ষিত বনে ইচ্ছাকৃতভাবে বা চরম অবহেলাবশতঃ কোন অগ্নি সংযোগ ঘটে, এই ধারার অধীন কোন দন্ড প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও সরকার উক্ত বনে বা উহার কোন অংশে গোচারণ বা বনজদ্রব্যের অধিকার যথোপযুক্ত সময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে পারে।

৩৭। কতিপয় ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে কার্যাবলী নিষিদ্ধ নহে।- বন অফিসারের লিখিত অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত কোন কার্য, অথবা ধারা ৩৫ এর অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক কোন কার্য, অথবা কোন বনের ধারা ৩৩ এর অধীন বন্ধ অংশ ব্যতীত বাকী অংশে কোন কার্য, অথবা ধারা ৩৬ এর অধীন সাময়িকভাবে স্থগিত কোন অধিকার, ধারা ৩২ এর অধীন রেকর্ডকৃত কোন অধিকার প্রয়োগে সম্পাদিত কোন কার্য, এই অধ্যায়ের কোন কিছুই নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অধ্যায় ৫
সরকারি সম্পত্তি নহে এইরূপ বন এবং ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ

৩৮। **ব্যক্তি মালিকানাধীন বন অধ্যাদেশের প্রয়োগ।-** (১) এই ধারা কার্যকর হইবার পর, ব্যক্তি মালিকানাধীন বন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ই,পি, অধ্যাদেশ নম্বর ৩৪) এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) ধারা ৭ বা ধারা ১১ এর অধীন সরকার আর বনের উপর নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে পারিবে না

তবে শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে যে সকল বন অর্পিত হইয়াছে তাহা অর্পিত থাকিবে।

(২) এই ধারা কার্যকর হইবার পর, ব্যক্তিমালিকানাধীন বন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ই,পি, অধ্যাদেশ নম্বর ৩৪) এর ধারা ৩ এর অধীন সরকার আর ব্যাক্তি মালিকানাধীন বনের জন্য কার্যকরী পরিকল্পনার চাহিদার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

৩৯। **বন ব্যবস্থাপনা কার্যাদির জন্য নোটিশ।-** (১) পার্শ্ববর্তী ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারীর নিকট সুনির্দিষ্ট বন ব্যবস্থাপনা কার্যাদি, যাহা পরিবেশের বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতির হুমকিস্বরূপ, সম্পাদনের বা সরকার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে অনুসরণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিবার কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে নোটিশ জারীর উদ্দেশ্যে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন, প্রস্তাবিত কার্যাদি সম্পাদনের নোটিশ প্রাপ্তির বিশ দিনের মধ্যে, যদি প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত কার্যাদি অস্বাভাবিকভাবে পরিবেশ বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সরকার উক্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারের নিকট প্রস্তাবিত কার্যাদি পরিবর্তনের জন্য বা উক্ত কার্যাদি হইতে বিরত থাকিয়া এইরূপ ক্ষতির প্রতিরোধ হ্রাস করিবার জন্য লিখিত আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৪০। **নিষিদ্ধ কার্যাদি।-** (১) ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি ভাঙ্গা, কীটনাশক ব্যবহার, খাড়া পাহাড় হইতে ফসল আহরণ বা অন্যবিধ বন ব্যবস্থাপনা কার্যাদি, যাহা সম্পত্তি, নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির উৎপাদনী ক্ষমতা, দেশের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য হুমকির কারণ হইতে পারে, তাহা নিষিদ্ধ, সীমিত করিবার জন্য বা পারমিট চাহিয়া সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা ১ এর অধীন পারমিট প্রদানের জন্য সরকার বন অফিসারগণকে ক্ষমতা অর্পণ করিবে।

৪১। **বন উৎপাত হ্রাসকরণ।-** (১) যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, ভূমির কোন অবস্থা নিকটবর্তী নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের রোগ, পোকার উপদ্রব, আগুন বা অন্যবিধ ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে, সরকার, ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারকে ৩০ দিনের মধ্যে বা তাহার আগে যাহা নোটিশে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এইরূপ উৎপাত হ্রাস করিবার জন্য লিখিত আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য উপ-ধারা (১) এর আদেশ অবশ্যই ভূমির স্বত্বাধিকারী বা দখলকারের নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাওনা প্রাপ্তি স্বীকার রশিদসহ তাহার নিকট বিলি করিতে হইবে, যদি ব্যক্তির ঠিকানা অজ্ঞাত হয় তাহা হইলে সম্পত্তির দৃষ্টিগোচরযোগ্য কমপক্ষে দুইটি স্থানে সাঁটাইয়া দিতে হইবে।

(৩) যদি স্বত্বাধিকারী বা দখলকার এই ধারার আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, সরকার এইরূপ ভূমিতে প্রবেশ করিতে, উৎপাত দূর করিতে এবং সরকারী দাবী হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৬
কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের উপর শুল্ক

৪২। **কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য এবং সেবার উপর শুল্ক আরোপের ক্ষমতা।-** (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিয়া, সকল কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য এবং সেবার উপর যে পদ্ধতিতে, যে স্থানে ও যে হারে শুল্ক ধার্য করিতে পারিবে-

(ক) যাহা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় অথবা তৈরি করা হয়, এবং যাহার উপরে সরকারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) যাহা বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থান হইতে আনা হয়।

(২) প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এইরূপ শুল্ক মূল্যানুসারে আরোপের নির্দেশ হয়, সরকার, কোন মূল্যের উপর শুল্ক নির্ধারণ করা হইবে তাহা এইরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৪৩। **রয়্যালটি বা ক্রয় অর্থের উপর সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ না করা।-** এই অধ্যায়ের কোন কিছুই, কোন কাঠ বা বনজদ্রব্যের উপর ক্রয়-অর্থ বা রয়্যালটি হিসাবে, যদি থাকে, আরোপযোগ্য কোন অঙ্ককে সীমিত করে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদিও উহা, উক্ত শুল্ক আরোপের ন্যায় একই প্রকারে, উক্ত কাঠ বা বনজদ্রব্য পরিবহণের সময় আরোপিত হয়।

অধ্যায় ৭
কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ

৪৪। **বনজদ্রব্যের স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণার্থে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** (১) ভাসমান কাঠের নিমিত্ত নদী এবং নদীর তীর এবং স্থল ও জল পথে কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের উপর অর্পিত, এবং সরকার সকল কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারে-

(২) সুনির্দিষ্টভাবে এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া এইরূপ বিধিতে-

(ক) কেবল যে পথে কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য আমদানি, রপ্তানি বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলাচল করা যাইবে, তাহা নির্ধারণ করিতে পারে;

(খ) পাশ প্রদান করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত পাশ ব্যতীত বা পাশের শর্তাবলী বহির্ভূত অন্যভাবে এইরূপ কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য আমদানি, রপ্তানি বা চলাচল নিষিদ্ধ করিতে পারে;

(গ) এইরূপ পাশ প্রদান, প্রদর্শন, এবং ফেরতের জন্য এবং উহার জন্য ফিস প্রদানের নিমিত্ত বিধান করিতে পারে;

(ঘ) স্থানান্তররত যে সকল কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্যের বিষয়ে বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, উহার মূল্য বাবদ, অথবা শুল্ক, ফিস রয়্যালটি বা চার্জ বাবদ কোন অর্থ সরকারকে পরিশোধযোগ্য রহিয়াছে অথবা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন চিহ্ন বা ছাপ রাখিবার প্রয়োজন হইলে উহা বন্ধ, রিপোর্ট, পরীক্ষা বা চিহ্নিত করিবার বিধান করিতে পারে;

(ঙ) এইরূপ কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্যের দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাহাদের দ্বারা উহা পরীক্ষার জন্য, অথবা এইরূপ অর্থ পরিশোধের জন্য, অথবা চিহ্নিত করিবার জন্য ডিপো স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ, এবং যে সকল শর্তাবলীর অধীন এইরূপ কাঠ বা অন্যান্য বনজ দ্রব্য আনয়ন, মজুতকরণ এবং সরানো যাইবে, উহার বিধান করিতে পারে;

(চ) কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য চলাচলের জন্য, ব্যবহৃত কোন প্রণালী বা নদীর তীর বন্ধ করা বা উহাতে বাধা প্রদান করা, এবং এইরূপ নদীতে ঘাস, ঝোপ, ডালপালা বা পাতা নিক্ষেপ করা অথবা এইরূপ কোন নদী বন্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে এইরূপ কোন কার্যাদি নিষিদ্ধ করতে পারে;

(ছ) এইরূপ প্রণালীর বা নদীর তীরের বাধা প্রতিরোধ বা দূর করিবার জন্য, এবং যে ব্যক্তির কার্য বা অবহেলার জন্য উহা প্রয়োজনীয় হইয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ প্রতিরোধ বা দূরীকরণ বাবদ খরচ আদায় করিবার বিধান করিতে পারে;

(জ) করাতকল, করাত দ্বারা কাঠ চিড়ানোর গর্ত, আসবাবপত্র, চিড়াই কাঠ ও গোল কাঠ বিপণন কেন্দ্র এবং ইটের ভাটাসহ কাঠভিত্তিক শিল্প স্থাপন,] কাঠ রূপান্তর করা, কর্তন করা, পোড়ানো, গোপন করা, বা চিহ্নিত করা, উহাতে কোন চিহ্ন পরিবর্তন করা অথবা মুছিয়া ফেলা অথবা হাতুড়ির ছাপ বা কাঠ চিহ্নিত করিবার অন্য কোন যন্ত্র রাখা বা উহা লইয়া চলাফেরা করা সম্পূর্ণরূপে বা শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্টকৃত স্থানীয় সীমানার মধ্যে নিষিদ্ধ করিতে পারে;

(ঝ) কাঠের মালিকানা চিহ্ন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, এবং উক্ত চিহ্ন নিবন্ধিকরণ, যেই সময় পর্যন্ত এইরূপ নিবন্ধন বৈধ থাকিবে উহা নির্ধারণ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ নিবন্ধিকরণে সংখ্যা সীমিতকরণ এবং উক্ত নিবন্ধনের জন্য ফিস আরোপ করিবার বিধান করিতে পারে।

(৩) সরকার কোন বিশেষ শ্রেণির কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্যের ক্ষেত্রে অথবা কোন বিশেষ এলাকায় এই ধারার অধীন প্রণীত কোন বিধি প্রযোজ্য হইবে না মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

৪৫। **ধারা ৪৪ এর অধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘনের দন্ড।-** (১) সরকার এইরূপ বিধিতে উহা লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এবং অনধিক ছয় মাস এইরূপ মেয়াদের কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা এবং অন্যূন বিশ হাজার টাকা জরিমানায় দন্ডিত করিবার বিধান নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) এই ক্ষেত্রে, সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে, বা আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রতিরোধের প্রস্তুতির পর অপরাধ সংগঠিত হয়, অথবা যেই ক্ষেত্রে অপরাধী এইরূপ অপরাধে পূর্বে দন্ডিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ বিধিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত শাস্তির দ্বিগুণ শাস্তির বিধান থাকিতে পারে।

৪৬। **ডিপোতে বনজদ্রব্যের ক্ষতির জন্য সরকার এবং বন অফিসার দায়ী হইবে না।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ৪৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ডিপোতে বা অন্য কোন স্থানে কোন কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্য বিনষ্ট বা ক্ষতি হইলে সরকার দায়ী হইবে না, এবং কোন বন অফিসার অবহেলাবশতঃ, বিদ্বেষপূর্ণভাবে এবং প্রতারণাপূর্বক উক্ত বিনষ্ট বা ক্ষতি সাধন না করিলে তিনি দায়ী হইবেন না।

৪৭। **ডিপোতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সাহায্য করিতে বাধ্য।-** কোন ডিপোতে কোন দুর্ঘটনা বা উক্ত ডিপোতে রক্ষিত কোন সম্পত্তি বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে, কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার উক্ত বিপদ এড়াইতে বা উক্ত সম্পত্তি বিনষ্ট বা ক্ষতি হইতে রক্ষার সাহায্য দাবী করিলে,সরকারি বা বেসরকারিভাবে উক্ত ডিপোতে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাকে সাহায্য করিবেন।

অধ্যায় ৮
জল-তাড়িত ভাসমান ও তীরে আবদ্ধ কাঠ সংগ্রহ

৪৮। **কতিপয় কাঠের মালিকানা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উহা সরকারি সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে এবং তদানুযায়ী সংগৃহীত হইবে।-** (১) ধারা ৪৪ এর অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক নিবন্ধিত হয় নাই এইরূপ পানিতে ভাসমান, তীরে লাগিয়া থাকা, তীরে আবদ্ধ বা পানিতে নিমজ্জিত সকল কাঠ বা যে সকল কাঠের উপরের চিহ্ন অগ্নি বা অন্য কোন ভাবে মুছিয়া গিয়াছে, পরিবর্তিত বা বিকৃত হইয়াছে, এবং সরকার নির্দেশিত এলাকায় সকল অচিহ্নিত গুড়ি এবং কাঠের উপর যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাহার অধিকার ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন ততক্ষণ পর্যন্ত উহা সরকারি সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ধারা ৫৪ এর অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক যে কোন বন অফিসার বা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এইরূপ কাঠ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এবং বন অফিসার জল-তাড়িত, ভাসমান কাঠ গ্রহণ করিবার জন্য যে ডিপোর বিজ্ঞপ্তি দিবেন, উক্ত ডিপোতে আনয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন শ্রেণির কাঠকে এই ধারার বিধানাবলী হইতে রেহাই দিতে পারে।

৪৯। **জল-তাড়িত ভাসমান কাঠের দাবীদারের প্রতি নোটিশ।-** ধারা ৪৮ এর অধীন সংগৃহীত কাঠ সম্পর্কে বন অফিসার, সময় সময়, সরকারি নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ বিজ্ঞপ্তিতে কাঠের বিবরণ থাকিতে হইবে এবং এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে দুই মাসের মধ্যে, উহার দাবীদার ব্যক্তিকে এইরূপ অফিসারের নিকট দাবীর লিখিত বিবৃতি পেশ করিতে হইবে।

৫০। **এইরূপ কাঠের দাবী সম্পর্কিত কার্যক্রম।-** (১) পূর্বোল্লিখিতরূপে বিবৃতি পেশ করা হইলে, বন অফিসার তাহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত তদন্ত শেষে কারণ লিপিবদ্ধপূর্বক হয় দাবীটি অগ্রাহ্য করিবেন, অথবা দাবীদারকে কাঠ প্রদান করিবেন।

(২) একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ কাঠ দাবী করা হইলে, বন অফিসার, যাহাকে স্বত্ববান বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাকে এইরূপ কাঠ প্রদান করিবেন, অথবা দাবীদারগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইতে বলিবেন, এবং এইরূপ আদালতের কোন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাঠ আটক রাখিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন যেই ব্যক্তির দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে, তিনি, এইরূপ অগ্রাহ্যের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, তাহার দাবীকৃত কাঠের দখল পুনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি,সরকার বা বন অফিসারের বিরুদ্ধে এইরূপ অগ্রাহ্য হইবার জন্য বা কাঠ আটক বা অপসারণের জন্য, অথবা উহা এই ধারার অধীন অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ বা খরচ আদায় করিতে পারিবেন না।

(৪) এই ধারার অধীন কোন কাঠ প্রদান না করা পর্যন্ত বা কোন মোকদ্দমা রুজু না হওয়া পর্যন্ত, এইরূপ কোন কাঠ দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতের কার্যক্রমের অধীন আনা যাইবে না।

৫১। **দাবীদারহীন কাঠের ব্যবস্থাপনা।-** যদি পূর্বোক্তরূপে এইরূপ কোন বিবৃতি পেশ না করা হয়, বা দাবীদার ধারা ৪৯ এর অধীন নোটিশে বর্ণিত পন্থায় বা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দাবী উত্থাপন না করিয়া থাকে এবং এইরূপ দাবী অগ্রাহ্য হইলে ধারা ৫০ মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইরূপ কাঠের দখল পুনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা হইতে বিরত থাকিবেন, সেইক্ষেত্রে এইরূপ কাঠের মালিকানা সরকারের উপর বর্তাইবে, অথবা যেই ক্ষেত্রে ধারা ৫০ এর আধীন এইরূপ কাঠ অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে, উহা নিজসৃষ্ট দায় না হইলে, দায়মুক্তভাবে উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

৫২। **সরকার এবং উহার অফিসারগণ এইরূপ কাঠের ক্ষতির জন্য দায়ী নহেন।-** ধারা ৪৮ এর অধীন সংগৃহীত কোন কাঠ বিনষ্ট বা ক্ষতি হইলে, সরকার দায়ী হইবে না, এবং কোন বন অফিসার যদি অবহেলাবশতঃ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা প্রতারণাপূর্বক এইরূপ বিনষ্ট বা ক্ষতিসাধন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ বিনষ্ট বা ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না।

৫৩। **কাঠ সরবরাহের পূর্বে দাবীদার কর্তৃক অর্থ পরিশোধ।-** কোন ব্যক্তি, বন অফিসার বা ক্ষমতাবান অন্য কোন ব্যক্তিকে ইহার জন্য ধারা ৫৪ এর অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না করিয়া পূর্বোক্তরূপে সংগৃহীত বা প্রদত্ত কোন কাঠ পুনরুদ্ধারের অধিকারী হইবেন না।

৫৪। **বিধি প্রণয়নের এবং দন্ড নির্ধারণের ক্ষমতা।-** (১) সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ধারা ৪৮ এ উল্লিখিত সকল কাঠ উদ্ধার, সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা;

(খ) কাঠ উদ্ধারে এবং সংগ্রহে নৌকার ব্যবহার এবং উহার নিবন্ধীকরণ;

(গ) এইরূপ কাঠ উদ্ধার, সংগ্রহ, সরানো, মওজুদকরণ এবং ব্যবস্থাপনার প্রদেয় অর্থ;

(ঘ) এইরূপ কাঠ চিহ্নিত করিবার জন্য হাতুড়ী এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং নিবন্ধীকরণ।

(২) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘনের জন্য সরকার সর্বোচ্চ তিন বৎসর এবং অনধিক দুই মাসের কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং অন্যূন দশ হাজার টাকা জরিমানা দন্ড হিসাবে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৯
শাস্তি ও কার্যপদ্ধতি

৫৫। **বাজেয়াপ্তযোগ্য সম্পত্তি জব্দকরণ।-** (১) যেই ক্ষেত্রে কোন বনজদ্রব্য সম্পর্কে কোন বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি, জলযান, যানবাহন বা গবাদিপশুসহ এইরূপ দ্রব্য, কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন অফিসার জব্দ করিতে পারিবেন।

(২) বন অফিসার ব্যতীত প্রত্যেক অফিসার এই ধারার অধীন যে সম্পত্তি জব্দ করেন তাহা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সকল জব্দকৃত সম্পত্তি অপরাধীসহ নিকটবর্তী ফরেস্ট অফিসে পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য হস্তান্তর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পুলিশ অফিসার কর্তৃক অপরাধীকে হস্তান্তর করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইরূপ আটক সম্পর্কে নিকটস্থ ফরেস্ট অফিসকে অবহিত করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি জব্দ করিলে, জব্দকারী বন অফিসার, এইরূপ সম্পত্তির উপর জব্দকৃত নির্দেশক চিহ্ন প্রদান করিবেন, এবং যথাশীঘ্র সম্ভব, যে অপরাধের কারণে উহা জব্দ করা হইয়াছে, উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত জব্দকরণের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেই বনজ সম্পদ সম্পর্কে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে তাহা যদি সরকারি সম্পত্তি হয়, এবং অপরাধী যদি অজ্ঞাত হয়, সেই ক্ষেত্রে যথাশীঘ্র সম্ভব, অফিসার, তাহার উর্ধ্বতন অফিসারকে পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন পেশ করিলে যথেষ্ট হইবে।

৫৬। **ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করিবার ক্ষমতা।-** রেঞ্জার পদের নিম্নে নহে, এইরূপ কোন বন অফিসার, যে বা যাহার অধঃস্তন কেহ ধারা ৫৫ এর অধীন কোন যন্ত্রপাতি, জলযান, যানবাহন অথবা গবাদি পশু জব্দ করিয়া থাকিলে, তিনি, যেই অপরাধের জন্য উহা জব্দ করা হইয়াছে উক্ত অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট, যদি এবং যখন প্রয়োজন হয়, অবমুক্তকৃত সম্পত্তি উপস্থিত করিবার শর্তে মালিকদ্বারা মুচলেকা সম্পাদন করিবার পর অবমুক্ত করিতে পারিবেন।

৫৭। **এতদ্বিষয়ে কার্যক্রম।-** এইরূপ কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, ম্যাজিস্ট্রেট, হাজিরার সকল পদ্ধতি প্রয়োগে, আসামীকে গ্রেফতার ও বিচারের এবং আইনানুগভাবে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৫৮। **বনজদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি কখন বাজেয়াপ্তযোগ্য।-** (১) সকল কাঠ বা বনজদ্রব্য যাহা সরকারি সম্পত্তি নহে এবং যাহার সম্পর্কে বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, এবং সকল যন্ত্রপাতি, নৌকা, যানবাহন এবং গবাদি পশু যাহা কোন বন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) এইরূপ বাজেয়াপ্তকরণ, এইরূপ অপরাধের জন্য নির্ধারিত অন্য কোন দন্ডের অতিরিক্ত হইতে পারে।

৫৯। **যে সকল দ্রব্য সম্পর্কে বন অপরাধ সংঘটিত হয়, বন অপরাধের বিচার শেষে উহার ব্যবস্থাপনা।-** (১) কোন বন অপরাধের বিচার শেষে, যে বনজদ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহা যদি সরকারি সম্পত্তি হয় বা বাজেয়াপ্তকৃত হয়, উহার দায়িত্ব একজন বন অফিসার গ্রহণ করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশিত পন্থায় উহার ব্যবস্থাপনা হইবে।

(২) বনজদ্রব্য এবং বন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, জলযান ও গাড়ী যাহা জব্দ করা হইয়াছে তাহা বন অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে এ আইনের ৫৩ ধারা মোতাবেক কোন আদালত অবমুক্ত করিতে পারিবে না।

৬০। **অপরাধী অজ্ঞাত বা নিখোঁজ থাকিবার ক্ষেত্রে কার্যক্রম।-** যেই ক্ষেত্রে অপরাধী অজ্ঞাত বা নিখোঁজ, সেই ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, যদি দেখেন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইলে যে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারেন এবং উহা বন অফিসারের দায়িত্বে দিতে পারেন, অথবা ম্যাজিস্ট্রেট যে ব্যক্তিকে স্বত্ত্ববান বলিয়া মনে করেন তাহাকে উহা প্রদান করিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সম্পত্তি জব্দকরণের পর একমাসকাল অতিক্রান্ত না হইলে এবং যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবী করেন এবং তাহার দাবী সমর্থনে প্রমাণাদি, যদি থাকে, উপস্থাপন করেন, তাহা হইলে শুনানী গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

৬১। **ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত পচনশীল বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম।-** ইতিপূর্বে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত এবং দ্রুত পঁচনশীল বা স্বাভাবিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির (তফসিল এর অন্তর্ভূক্ত) বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারেন এবং সম্পত্তিটি বিক্রয় না হইলে তিনি উহার যে ব্যবস্থা করিতেন উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থেরও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৬২। **ধারা ৫৮, ৫৯ বা ৬০ এর অধীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।-** ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকারী কোন অফিসার বা তাহার কোন উর্ধ্বতন অফিসার, অথবা এইরূপ জব্দকৃত সম্পত্তির দাবীদার কোন ব্যক্তি ধারা ৫৮, ৫৯ বা ৬০ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ জারির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, এইরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণত যে আদালতে আপিল হইয়া থাকে, উক্ত আদালতে আপীল করিবে এবং উক্তরূপ আপীলে প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

৬৩। **সরকারের অনুকূলে কখন সম্পত্তি ন্যস্ত হইবে।-** ক্ষেত্রমত ধারা ৫৮ বা ৬০ এর অধীন যখন কোন সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং ধারা ৬২ এর অধীন এইরূপ কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে এবং কোন আপিল পেশ করা হয় নাই, অথবা যেই ক্ষেত্রে আপিল পেশ করা হয়, আপিল আদালত এইরূপ সম্পত্তির সমগ্র বা আংশিক সম্পর্কে উক্ত আদেশ বহাল রাখেন, ক্ষেত্রমত, এইরূপ সম্পত্তি বা উহার অংশ, সর্বপ্রকার দায়মুক্তভাবে সরকারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবে।

৬৪। **জব্দকৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ।-** ইতিপূর্বে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারকে ধারা ৫৫ এর অধীন জব্দকৃত সম্পত্তি, অবিলম্বে অবমুক্ত করিবার নির্দেশদানে বাধা প্রদান করিবে না।

৬৫। **অন্যায়ভাবে জব্দকরণের দন্ড।-** যদি কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার, এই আইনে বাজেয়াপ্তযোগ্য, এইরূপ অজুহাতে হয়রানীমূলকভাবে এবং নিষ্প্রয়োজনে, কোন সম্পত্তি জব্দ করেন, তিনি সর্বোচ্চ এক বৎসর এবং অনধিক এক মাসের কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা এবং অন্যূন দুই হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬৬। **বৃক্ষ বা কাঠের উপরের চিহ্ন জাল বা বিকৃত এবং সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করিবার দন্ড।-** জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ এর ৪৫ নম্বর আইন) এ সংজ্ঞায়িত অন্যায়ভাবে লাভ (Wrongful gain) করিবার উদ্দেশ্যে, যে কেহ-

(ক) বন অফিসার কর্তৃক ব্যবহৃত কোন কাঠ বা দন্ডায়মান বৃক্ষের উপর কোন চিহ্ন, যাহা উক্ত কাঠ বা বৃক্ষ সরকারি সম্পত্তি বা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অথবা কোন ব্যক্তি উহা আইনত কর্তন করিতে এবং অপসারণ করিতে পারে এইরূপ নির্দেশ করে, জ্ঞাতসারে জাল করেন; অথবা

(খ) বন অফিসার কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্বাধীনে বৃক্ষের বা কাঠের উপর প্রদত্ত এইরূপ কোন চিহ্ন পরিবর্তন, বিকৃত বা মুছিয়া ফেলেন; অথবা

(গ) এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন বন অথবা পতিত ভূমির সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন, অপসারণ, ধ্বংস অথবা বিকৃত করেন;

তিনি সর্বোচ্চ সাত বৎসর এবং অনধিক দুই বৎসরের কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা এবং অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬৭। **জামিন অযোগ্য কতিপয় অপরাধ।-** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২), ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (২) এবং ৬৬ এ শাস্তিযোগ্য বন অপরাধ জামিন অযোগ্য হইবে।

৬৮। **পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতারের ক্ষমতা।-** (১) এক মাস বা তদূর্ধ্ব কারাদন্ডযোগ্য কোন বন অপরাধের সহিত কোন ব্যক্তি জড়িত আছেন বলিয়া সন্দেহের যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে, যে কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা পরোয়ানা ব্যতিরেকে এইরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন;

(২) এই ধারার অধীন গ্রেফতার করিয়া প্রত্যেক অফিসার, প্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতিরেকে এবং এই আইনের বিধানমতে মুচলেকায় জামিনে মুক্তি প্রদান সাপেক্ষে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে উক্ত মামলার এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট লইয়া যাইবেন বা প্রেরণ করিবেন;

(৩) ধারা ৩৩ এর দফা (গ) এর অধীন এইরূপ কার্য নিষিদ্ধকৃত না হইলে চতুর্থ অধ্যায়ের কোন অপরাধের জন্য এই ধারার কোন কিছুই এইরূপ গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৬৯। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকায় মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা।-** রেঞ্জার পদের অধঃস্তন নহে এইরূপ কোন বন অফিসার, যিনি নিজে অথবা যাহার অধঃস্তন কোন বন অফিসার ধারা ৬৮ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছেন, তিনি, এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মামলাটি বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট, অথবা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট যদি এবং যখন প্রয়োজন হয় হাজির হইবার মুচলেকা সম্পাদন করিলে, এইরূপ ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি এই আইনের অধীন জামিন অযোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৭০। **অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদানের ক্ষমতা।-** প্রত্যেক বন অফিসার এবং পুলিশ অফিসার, যে কোন বন অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান করিবেন এবং বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

৭১। **অপরাধ সংক্ষিপ্তভাবে বিচারের ক্ষমতা।-** জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ দুই বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ড ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) এর অধীন বন অপরাধের বিচার, সংক্ষিপ্তভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

৭২। **ফরেস্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ।-** (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক বা একাধিক ম্যাজিস্ট্রেটকে এককভাবে এই আইনের অধীন অপরাধ বিচার করিবার জন্য নিয়োগ করিতে পারে, এবং এইরূপ ম্যাজিস্ট্রেটগণের এখতিয়ারধীন এলাকা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন;

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এইরূপ ফরেস্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের এই আইনে নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৭৩। **অপরাধ আপস করিবার ক্ষমতা।-** (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা রেঞ্জার পদের অধঃস্তন নহে এইরূপ কোন বন অফিসারকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে, যে-

(ক) কোন ব্যক্তি, যিনি ধারা ২৭ (২) বা ৩৬(২) বা ৬৫ অথবা ৬৬ মোতাবেক অপরাধ ব্যতীত, অন্য কোন বন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যুক্তিসংগত সন্দেহ রহিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে, তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে, এতদ্বাবদ ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোন অর্থ গ্রহণ করা; এবং

(খ) যেই ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন সম্পত্তি জব্দ করা হয় সেই ক্ষেত্রে এইরূপ অফিসার কর্তৃক এইরূপ সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিয়া উহা বিভাগীয় বন অফিসারের নিম্ন পদের নহে এইরূপ অফিসার কর্তৃক যাচাইপূর্বক, উহার অর্থ পরিশোধ করাইয়া, উহা ছাড়িয়া দেওয়া।

(২) এইরূপ অফিসারের নিকট, ক্ষেত্রমত, এইরূপ পরিমাণ অর্থ, বা এইরূপ মূল্য অথবা উভয়ই পরিশোধ করা হইলে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি যদি হাজতে থাকেন, তাহাকে অব্যাহতি দিতে হইবে, এবং কোন সম্পত্তি, যদি জব্দ করা হয় উহা অবমুক্ত করিতে হইবে, এবং এইরূপ ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৪। **সরকার বনজদ্রব্যের মালিক বলিয়া অনুমান।-** যেই ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রমে বা এই আইনের অধীন কৃত কোন কার্যের ফলে, কোন বনজদ্রব্য সরকারি সম্পত্তি কিনা এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেই ক্ষেত্রে বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে এইরূপ দ্রব্য সরকারি সম্পত্তি বলিয়া অনুমিত হইবে।

৭৫। **বন অপরাধের মামলা পরিচালনা।-** আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার ফরেস্টার পদ মর্যাদার অধঃস্তন নহে এইরূপ যে কোন বন অফিসারকে যে কোন আদালতে বিচারাধীন যে কোন বন মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের পক্ষে উপস্থিত হইবার, ওকালতি করিবার এবং মামলা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে।

অধ্যায় ১০
গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ

৭৬। **গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ এর প্রয়োগ।-** সংরক্ষিত বনে অথবা আইনত চারণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, রক্ষিত এইরূপ বনের অংশে কোন গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ, গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ (১৮৭১ এর ১ নম্বর আইন) এর ধারা ১১ এর অধীন সরকারি বন বাগানে ক্ষতি করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার এইরূপ গবাদি পশু জব্দ করিতে এবং খোঁয়াড়ে দিতে পারিবেন।

৭৭। **ঐ আইনের নির্ধারিত জরিমানা পরিবর্তনের ক্ষমতা।-** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গবাদি পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ (১৮৭১ এর ১ নম্বর আইন) এর ধারা ১২ এর অধীন নির্ধারিত জরিমানার পরিবর্তে এই আইনের ধারা ৭৬ এর অধীন খোঁয়াড়ে থাকা প্রতিটি গবাদি পশু বাবদ, প্রতিদিন বা অংশের জন্য, নিম্নের অধিক নহে, যথোপযুক্ত জরিমানা আদায় করিতে পারে, যথাঃ

- প্রত্যেক হাতির জন্য পাঁচ হাজার টাকা;
- প্রত্যেক মহিষ অথবা উটের জন্য এক হাজার টাকা;
- প্রত্যেক ঘোড়া, ঘোটকী, খচ্চর, ষাঁড়, বলদ, গাভী অথবা বকনা বাছুরের জন্য পাঁচশত টাকা;
- প্রত্যেক বাছুর, গাধা, শূকর, ভেড়া, ভেড়ী, মেষ, মেষ-শাবক, ছাগল অথবা ছাগল ছানার জন্য দুইশত পঞ্চাশ টাকা।

অধ্যায় ১১
বন অফিসার সম্পর্কিত

৭৮। **বন অফিসারকে সরকার কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে।-** (১) সরকার বন অফিসারকে নিম্নলিখিত সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে, যথাঃ

(ক) যে কোন ভূমিতে প্রবেশ, জরিপ, উহা চিহ্নিত করিবার এবং উহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা;

(খ) সাক্ষী হাজির করিতে, দলিলাদি ও আলামত উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিবার দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা;

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন) এর অধীন তল্লাশী পরোয়ানা জারি করিবার ক্ষমতা; এবং

(ঘ) বন অপরাধের তদন্ত অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা এবং এইরূপ তদন্ত কার্যক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে পরবর্তী বিচার অনুষ্ঠানে স্বীকার্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উহা অপরাধী ব্যক্তির উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ হইতে হইবে।

৭৯। **বন অফিসার সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে।-** সকল বন কর্মচারী দন্ড বিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন) এর অধীন সরকারি কর্মচারী অর্থে সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে।

৮০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যাদি সম্পাদন করিবার জন্য দায়মুক্তি।-** এই আইনের অধীন কোন সরকারি কর্মচারী সরল বিশ্বাসে কোন কার্য সম্পাদন করিলে তাহার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যাইবে না এবং কোন আদালত এইরূপ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর অপরাধের বিচার করিবে না, যদি অপরাধটি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর এই আইনের অধীন সরকারি দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনকালে সৃষ্ট হয় এবং তাহার নির্ধারিত ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সংঘটিত হয়, যতক্ষণ না আদালত প্রথমে একটি প্রাথমিক তদন্ত করেন এবং যাচাই করিয়া দেখেন যে, নালিশের মূল উপাদান সমর্থনের জন্য বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য রহিয়াছে।

৮১। **বন কর্মচারী ব্যবসা করিতে পারিবেন না।-** সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন বন কর্মচারী প্রধান অথবা এজেন্ট হিসাবে বাংলাদেশের ভিতরে অথবা বাহিরে, কাঠ বা অন্যান্য বনজদ্রব্যের ব্যবসা করিতে অথবা কোন বনের লীজ নিতে বা বনের কোন কার্যের বিষয়ে চুক্তি করিতে বা উহাতে আগ্রহী হইতে পারিবেন না।

অধ্যায় ১২
সহায়ক বিধি

৮২। **বিধি প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা।-** সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারে-

(ক) এই আইনের অধীন বন কর্মচারীদের ক্ষমতা এবং কর্তব্য নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করণ করা;

(খ) এই আইনের অধীন জরিমানা এবং বাজেয়াপ্তকরণের অর্থ হইতে অফিসারদের এবং সংবাদদাতাগণকে পুরস্কার প্রদানের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) ব্যক্তিমালিকানাধীন বা ব্যক্তি দখলীয় ভূমিতে সরকারি বৃক্ষ বা কাঠ সংরক্ষণ, উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা করা; এবং

(ঘ) সার্বিকভাবে, এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালন করা।

৮৩। **বিধি লঙ্ঘনের দন্ড।-** এই আইনের যে সকল বিধি লঙ্ঘনের জন্য বিশেষ দন্ডের কোন বিধান নাই, কোন ব্যক্তি, এই আইনের এইরূপ কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে, সর্ব্বোচ্চ দুই বছর কারাদন্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮৪। **বিধি আইনে পরিণত হইবে।-** সরকার কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে, এবং অতঃপর, যাহা এই আইনের সহিত সঙ্গাতিপূর্ণভাবে প্রণীত হইয়াছে, উহা আইনের অনুরূপ প্রয়োগযোগ্য হইবে।

অধ্যায় ১৩
বিবিধ

৮৫। **যে সকল ব্যক্তি, বন অফিসার এবং পুলিশ অফিসারকে সহায়তা করিতে বাধ্য।-** (১) সংরক্ষিত বা রক্ষিত বনে অধিকার প্রয়োগকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, বা যিনি এইরূপ বনের বনজ দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য, বা কাঠ কর্তনের এবং অপসারণের জন্য অথবা গবাদিপশু চারণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি এইরূপ বনে এইরূপ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োজিত, এবং সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এইরূপ বন সংলগ্ন গ্রামে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি, অথবা কোন সম্প্রদায়কে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে বেতনভূক প্রত্যেক ব্যক্তি, কেহ কোন বন অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বা সংঘটনের অভিপ্রায় পোষণ করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাইলে তিনি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতিরেকে, নিকটবর্তী বন অফিসার বা পুলিশ অফিসারকে উক্ত সংবাদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার প্রয়োজন হউক বা না হউক তিনি অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(ক) এইরূপ বনে যে অগ্নি সম্পর্কে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন বা জ্ঞাত হইয়াছেন উহা নির্বাপণ করিতে;

(খ) এইরূপ বনের নিকটবর্তী কোন স্থানে যে অগ্নি সম্পর্কে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন বা জ্ঞাত হইয়াছেন, ইহার বিস্তার রোধকল্পে তিনি তাহার ক্ষমতার মধ্যে আইনগত পন্থায় বাধা প্রদান করিতে, এবং কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার তাহার সাহায্য চাহিলে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(গ) এইরূপ বনে কোন বন অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান করিতে; এবং

(ঘ) এইরূপ বনে কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গ্রেফতার করিতে।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি, এইরূপ করিতে বাধ্য, বৈধ অজুহাত ব্যতীত (যাহা প্রমাণের দায়িত্ব এইরূপ ব্যক্তির উপর বর্তাইবে) নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে-

(ক) উপ-ধারা (১) মোতাবেক অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া নিকটতম বন অফিসার বা পুলিশ অফিসারকে সংবাদ প্রদান করিতে;

(খ) উপ-ধারা (১) মোতাবেক সংরক্ষিত বা রক্ষিত বনে কোন অগ্নি নির্বাপণ করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে;

(গ) উপ-ধারা (১) মোতাবেক এইরূপ কোন বনের নিকটবর্তী কোন স্থানের অগ্নি এইরূপ বনে বিস্তার লাভে বাধা প্রদান করিতে; অথবা

(ঘ) কোন বন অফিসার বা পুলিশ অফিসার, এইরূপ বনে কোন বন অপরাধ সংঘটনের বাধা প্রদান করিতে; অথবা এইরূপ বনে কোন বন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে, অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গ্রেফতার করিতে সাহায্য চাহিলে, সাহায্য করিতে;

তিনি সর্বোচ্চ তিন মাস কারাদন্ড বা অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮৬। **সরকার ও অন্য ব্যক্তির যৌথ বন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।-** (১) সরকার এবং অন্য কোন ব্যক্তি যদি যৌথভাবে কোন বন বা পতিত জমিতে, অথবা সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে উহার পণ্যদ্রব্যের অতি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হন, তাহা হইলে সরকার, হয়-

(ক) উহাতে এইরূপ ব্যক্তির স্বার্থের হিসাব সংরক্ষণ করিয়া উক্তরূপ বন, পতিত জমি বা দ্রব্যের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিতে পারেন, অথবা

(খ) এইরূপ যৌথভাবে আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ বনের, পতিত জমির বা পণ্যদ্রব্যের ব্যবস্থাপনার জন্য এবং ইহাতে সকল পক্ষগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার যেইরূপ আবশ্যকীয় বিবেচনা করেন সেইরূপ প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) মোতাবেক কোন বনের বা পতিত জমির বা ইহার পণ্যদ্রব্যের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যায় দুই ও চার এর যে কোন বিধান এইরূপ বনে, পতিত জমিতে বা পণ্যদ্রব্যের প্রযোজ্য হইবে মর্মে ঘোষণা করিতে পারে এবং অতঃপর, তদনুসারে এইরূপ বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৮৭। **সংরক্ষিত বৃক্ষ ঘোষণা।-** সরকার জনস্বার্থে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য যে কোন বৃক্ষ বা বৃক্ষশ্রেণী সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা সংরক্ষিত বৃক্ষ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৮৮। **সরকারি বনের উৎপন্ন দ্রব্যে অংশীদারিত্ব ভোগের জন্য কর্মসম্পাদনের ব্যর্থতা।-** যেই ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যিনি সরকারি সম্পত্তি বা যাহাতে সরকারের মালিকানা রহিয়াছে, এইরূপ কোন বনের অংশীদারিত্ব বা যে বনজদ্রব্যের উপর সরকারের অধিকার রহিয়াছে এইরূপ কোন পণ্যদ্রব্যের অংশীদারিত্ব, এইরূপ বন সম্পর্কিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার শর্তে ভোগ করেন, যদি সরকারের সন্তুষ্টি মতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, উক্তরূপ কার্যাদি আর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে না, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ অংশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত অফিসার উক্তরূপ অংশীদার ব্যক্তিকে বা তৎকর্তৃক কার্যাদি সম্পাদনের সমর্থনে কোন সাক্ষী উপস্থিত করিলে উক্ত সাক্ষীর শুনানি গ্রহণ না করা পর্যন্ত, উক্তরূপ কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না।

৮৯। **সরকারের পাওনা অর্থ আদায়।-** এই আইনের অধীন, অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন, অথবা কোন বনজদ্রব্যের মূল্য বাবদ, অথবা কোন পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে এই আইন কার্যকরী করিবার ব্যয় বাবদ, সরকার বরাবর প্রদেয় সমুদয় অর্থ, নির্দিষ্ট তারিখে প্রদত্ত না হইলে, উহা বকেয়া ভূমি-রাজস্ব হিসাবে আপাততঃ বলবৎ আইনের অধীনে আদায় করা হইবে।

৯০। **এইরূপ অর্থের জন্য বনজদ্রব্যে পূর্ব-স্বত্ব।-** (১) যেইক্ষেত্রে কোন বনজদ্রব্যের জন্য, বা তদ্সম্পর্কে এইরূপ অর্থ প্রদেয় হয়, উক্ত অর্থ উক্ত পণ্যদ্রব্যের উপর প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অর্থ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বন অফিসার উক্ত পণ্যদ্রব্য নিজ দখলে লইতে পারেন।

(২) এইরূপ অর্থ যখন প্রাপ্য হয় তখন যদি পরিশোধিত না হয়, তাহা হইলে বন অফিসার এইরূপ পণ্যদ্রব্য প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে পারেন, এবং ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রথমেই এইরূপ অর্থ পরিশোধে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উদ্বৃত্ত অর্থ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি, যদি বিক্রয়ের দুই মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ দাবী না করেন, তাহা হইলে উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯১। **এই আইনের অধীন আবশ্যকীয় ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ এর অধীনে জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হইবে।-** যখনই কোন ভূমি এই আইনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় বলিয়া সরকারের নিকট প্রতীয়মান হইবে, উক্ত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১নং আইন) এর ধারা ৫(৩) অর্থে জনস্বার্থে আবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৯২। **বনভূমি ইজারা রহিতকরণ।-** বর্তমান সময়ে যে সমস্ত আইন অথবা অন্যান্য যে কোন আইন বলবৎ আছে তাহা যাহাই হোক না কেন, কোন বনভূমি ২৮ এবং ৩০(২) ধারার সংস্থান ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে যে কোন কাজে বা উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ইজারা প্রদান অথবা হস্তান্তর করা যাইবে না।

৯৩। **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐহিত্যগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষা।-** প্রচলিত আইনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত স্বীকৃত অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৯৪। **মুচলেকার আওতায় প্রাপ্য দন্ড আদায়।-** যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে প্রণীত কোন বিধির অধীন কোন দলিল বা মুচলেকায় কোন কার্য বা কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিজেকে বাধিত করেন, অথবা কোন দলিল বা মুচলেকায় এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, তিনি বা তাহার কর্মচারীগণ বা এজেন্টগণ কোন কার্য হইতে বিরত থাকিবেন, শর্ত লঙ্ঘন হইবার ক্ষেত্রে চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নম্বর আইন) এর ধারা ৭৪-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দলিলে বা মুচলেকায় উল্লিখিত সমুদয় অর্থ, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বকেয়া রাজস্ব হিসাবে আদায় হইবে।

তফসিল [বিধি ৬১ অনুযায়ী]

পচনশীল অথবা ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত হইবে- কাঠ, কাঠ কয়লা, রাবার, খয়ের, কাঠের তেল, রজন (রেজিন), প্রাকৃতিক বার্ণিশ, বাকল, লাক্ষা, মহুয়া ফল, মহুয়া বীজ, কুচ, ত্রিফলা, গাছ ও পাতা, ফুল ও ফল, গাছের অন্য সকল অংশ, গাছ নহে এইরূপ উদ্ভিদ (ঘাস, লতা, নল এবং মসসহ), বন্যপ্রাণী এবং উহার চামড়া, মাংস, হাতির দাঁত, শিং, হাড়, রেশম, রেশমের গুটি, মধু ও মোম, জলজ প্রাণী, প্রাণীজাত উৎপন্ন দ্রব্যের অন্যান্য অংশ, লবণ, পানি, বাদাম, সবজি, মাছ, ঔষধি উদ্ভিদ, সৌন্দর্যবর্ধনকারী উদ্ভিদ, সুগন্ধি, বাঁশ, বেত, পাল্ল, গোলপাতা, উলুফুল ইত্যাদি।